দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
NOV 04 2002

দাখিল পরীক্ষায় গ্রেডিং

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাদরাসা শিক্ষায় এই পদ্ধতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দাখিল সিলেবাসের দশটি বিষয়কে গ্রেডিংয়ের আওতায় আনতে যে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনেকটাই বেমানান বলে মনে হয়। আর এর কারণ হিসেবে প্রথমেই যে বিষয়টি চলে আসে তাহল 'ফিকহ ও উসুলে ফিকহ' এবং 'ইংরেজি'র সংযুক্তি। একেবারেই বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়ের গ্রেডিং একসঙ্গে দেয়া হচ্ছে। এতে ইংরেজিতে অধিক দুর্বল ছাত্ররা যেমনি উপকৃত হচ্ছে, তেমনি দুটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মেধা আলাদাভাবে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। কেউ এদের যে কোন একটিতে খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েও অপরটিতে তুলনামূলক খারাপ পরীক্ষার জন্য যে বিষয়ে পরীক্ষা ভাল হয়েছে সে বিষয়ে এ+ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রুপভিত্তিক বিষয়গুলোতেও ছাত্রছাত্রীরা একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা গ্রেডিংয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আর আরেকটি বিষয় যে সম্বন্ধে না বললেই নয় সেটি হচ্ছে, দাখিল পরীক্ষার মানবণ্টন। এসএসসি পরীক্ষার্থীরা যেখানে ৫০ নম্বরের অবজেকটিভ পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, সেখানে দাখিল পরীক্ষার্থীরা পাচ্ছে মাত্র ২০ নম্বরের 'এককথায়' উত্তর প্রদানের সুযোগ, যার প্রভাব গত দু'বছরের গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশিত ফলাফলে (২০০১ সালে এ+ নেই, ২০০২ সালে এ+ প্রাপ্ত তিনজন) স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ফলে সমমেধা থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার যুগে মাদরাসার ছাত্রছাত্রীরা ফলাফলের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে আলাদা করে সিলেবাসকে ছয় ভাগের পরিবর্তে আট ভাগে ভাগ করে গ্রেডিং দেয়ার জন্য এবং পাঠ্যসূচির মানোন্নয়নপূর্বক পরীক্ষার মানবণ্টন সংশোধনের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

দেওয়ান লিহাদুল মুফিদ চৌধুরী
শায়েস্তানগর আ/এ, হবিগঞ্জ